একটি মৌলিক ও আদি সুসমাচার **(The Original Gospel)**

এখানে পাবেন

পুরাতন ও নুতন নিয়মের পুস্তকগুলির মৌলিক শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষন ভাববাদীদের দ্বারা, যেমন লিখিত আছে গীতসংহিতা পুস্তকে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং প্রেরিতদের দ্বারা

(যীশু বলেন "যাও সমুদয় জগতে এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে এই সুসমাচার প্রচার কর." মার্ক ১৬:১৫)

একটি ব্যক্তিগত নির্দেশ পাঠকের জন্য

অনেক শতাব্দী ধরে মান্ডলীক বিভিন্ন চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা যায় যেমন মান্ডলীক চিন্তা, বিশ্বাস, বাহ্যিক বিষয় এবং আচার অনুষ্ঠান, যদিও এরকম হচ্ছে কিন্ত বাইবেল যাহা বলে তা হল

এক সুসমাচার,
এক ঈশ্বর,
এক প্রভূ যীশু খ্রিষ্ট,
এক প্রত্যাশা (ইস্রায়েলীয়দের জন্য)ও
একটি সত্য বাইবেল (ঈশ্বরের বাক্য)

পাঠক আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি কি ঈশ্বরের বাক্য খুলবেন? এবং ইহার শিক্ষামালা পরীক্ষা করবেন? বর্তমান শিক্ষার সহিত তুলনা করুন? হয়ত ফলাফল এবং সন্তুষ্টি আপনি অনুভব করবেন এবং পুনরায় আপনাকে আশ্বস্ত করবে ও আপনাকে শান্তি দিবে কেবল এই বাক্য পাঠ করলে।

সর্বপরি ঈশ্বর বলেন, তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট বিহীন জীবন বন্ধ্যা/আফলন্ত বা অর্থহীন।

এখন দেখুন – এই হল বাইবেলে বর্ণিত বা লিখিত সত্য বিষয়গুলিঃ-

১। একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন যাহার কোন সমতা নেই তিনি একক এবং অদ্বিতীয়ঃ

২য় বিবরণ ৬:৪	২য় শমুয়েল ৭:২২	১ম রাজাবলি ৮:২৩
১ম বংশাবলি ১৭:২০	গীত ৮৬:১০	যিশাইয় ৪৪:৮
যিশাইয় ৪৫:৫	যিশাইয় ৪৬:৫	মার্ক ১২:২৯
যোহন ১৭:৩	১ম করিন্থীয় ৮:৬	ইফিষীয় ৪:৬
১ম তীমথিয় ১:১৭		

২। একজন মাত্র প্রভু যিনি খ্রীষ্ট যীশু – মুক্তি দাতা, পরিত্রাতা, মধ্যস্থতাকারী, যিনি হলেন একমাত্র পরিত্রাণের পথ শীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন এই পৃথিবীতে যেন তিনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

যিশাইয় ৫৩:৬	মথি ২০:২৮	লুক ২:১১
যোহন ১৭:৩	প্রেরিত ১:১১	প্রেরিত ৪:১২
প্রেরিত ১৩:২৩	১ম তীমথিয় ২:৫	১ম যোহন ৪:১৪

৩। কেবল মাত্র একটি পবিত্র আত্মা শক্তি যা হলো ঈশ্বরের শক্তি যার মাধ্যমে ঈশ্বর তিনি তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন বা সাধন করে থাকেন।

আদি ১:২	বিচারকর্ত্তৃগণ ১৪:৬	মথি ১:১৮
লুক ১:৩৫	লুক ১২:১২	প্রেরিত ৭:৫৫
রোমীয় ১৫:১৯	ইব্রীয় ২:৪	২য় পিতর ১:২১

৪। কেবল মাত্র একটি প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিপত্র, নিয়ম পত্র, যাহা পৃথিবীর মানুষের কেবল মাত্র প্রত্যাশা বা আশা। অব্রাহমের কাছে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের কালভেরী ক্রুশের রক্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করে পূর্ন করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন।

আদি ১২:৩	আদি ১৮:১৮	আদি ২৬:৩
আদি ২৮:১৪	মীখা ৭:২০	লূক ১:৭২-৭৩
প্রেরিত ৩:২৫	প্রেরিত ৭:৫	প্রেরিত ২৬:৬

রোমীয় ১৫:৮ গালাতীয় ৩:৮; ৩:২৯ ইব্রীয় ৬:১৩
ইব্রীয় ১১:১৩

৫। ঈশ্বরীয় তথ্য একমাত্র পাওয়ার উপায় বা মাধ্যম ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য (বাইবেল)। এই পৃথিবীকে নিয়ে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য এখানে পাওয়া যায়।

যিশাইয় ৮:২০ লূক ১৬:৩১ যোহন ৫:৩৯
প্রেরিত ২৮:২৩ রোমীয় ১৫:৪ ২য় তিমথীয় ৩:১৬
২য় পিতর ১:২১

৬। মানুষের কেবল মাত্র একজনই/একমাত্র শত্রু আছে – তা হল পাপ, যাহা এদন উদ্যানে প্রবেশ করেছিল দিয়াবলের বেশে/মত হয়ে। খ্রীষ্টানদের সারা জীবন তার সহিত যুদ্ধ বা কষ্ট করতে হয়।

আদি ৩:১৫ ১ম রাজাবলি ৮:৪৬ যিশাইয় ৫৩:৬
মথি ১৫:১৮-২০ মথি ১৬:২৩ প্রেরিত ১০:৩৮
রোমীয় ৩:১২, ২৩ রোমীয় ৫:১২ রোমীয় ৭:২৩
ইব্রীয় ২:১৪ যাকোব ১:১৪ ১ম পিতর ৫:৮

৭। আর কোন মহান সত্য নেই – যেমন পাপের মধ্যে দিয়ে মৃত্যু এসেছে এবং মৃত্যু হল তাই যার কোন সজ্ঞা বা সচেতনতা নেই বা সজ্ঞাহীন ও অসচেতন।

ইয়োব ৩:১৭-১৮ ইয়োব ১৪:১-২ উপদেশক ৯:৫-৬
গীত ৬:৫ গীত ১৭:১৫ গীত ৩৯:১৩
গীত ১১৫:১৭ গীত ১৪৬:৪ যিশাইয় ৩৮:১৮
দানিয়েল ১২:২ রোমীয় ৫:১২ রোমীয় ৬:২৩
১ম করিন্থীয় ১৫:২১-২২ গীত ১০৪:২৯ আদি ৩:১৯

৮। ইহার চেয়ে আর কোন নিশ্চিত বা নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনা নেই, যে কবরই হল একমাত্র নরক (ঘৃনিত স্থান)। যেখানে সকলেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যায়।

আদি ১৫:১৫ গীত ৬:৫ গীত ৩১:১৭
গীত ৮৯:৪৮ গীত ১১৫:১৭ উপদেশক ৩:২০
উপদেশক ৬:৬ যিশাইয় ৩৮:১৮ মথি ১১:২৩
প্রেরিত ২:২৭-৩১ ১ম করিন্থীয় ১৫:৫৪-৫৫

৯। একটি সুস্পষ্ট সত্য বিষয় হল আত্মা (হিব্রু শব্দ নেফেস্ এবং গ্রীক শব্দ সূকী) যার প্রকৃত অর্থ হল প্রাথমিক জীবন এবং সমস্ত জীব যা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

ইয়োব ৭:১৫ গীত ২২:২৯ গীত ৩৩:১৯
গীত ৭৮:৫০ যিহিস্কেল ১৮:৪ মথি ২৬:৩৮
যাকোব ৫:২০ প্রকাশিত ১৬:৩
আত্মা/দেহ কবরে (বা নরকে) যায়।
ইয়োব ৩৩:২২ গীত ৮৯:৪৮ হিতোপদেশ ২৩:১৪
যিশাইয় ৩৮:১৭ প্রেরিত ২:৩১ লেবীয় ২৩:৩০
গণনা ১৫:৩১ যিহোশূয় ১০:২৮ মথি ১০:২৮
প্রেরিত ৩:২৩

১০। আর কোন আনন্দের বা বিস্ময়কর বিষয় নেই যা হল পূনরুত্থান, যে ঘটনা ঘটবে যখন যীশু পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

দানিয়েল ১২:২ মথি ২২:৩০ লূক ১৪:১৪
যোহন ৫:২৯ যোহন ৬:৪০ যোহন ১১:২৪-২৫
প্রেরিত ২৩:৬ রোমীয় ৬:৫ ১ম করিন্থীয় ১৫:১২
১ম থিষলনীকীয় ৪:১৬

১১। একটি বিচারের দিন – হিসাব দেবার জন্য কৈফিয়ৎ দেবার যোগ্য লোকদের কোন একদিন বিচার সম্পন্ন হবে। সেই বিচারে প্রত্যেকেই মুখোমুখি হতে হবে এবং সেই বিচার কাজ হবে যীশু খ্রীষ্টের পৃথিবীতে ফিরে আসার পর।

গীত ৯৮:৯ মথি ৮:১২ যোহন ৫:২২-২৭
যোহন ১১:২৪ প্রেরিত ১৭:৩১ প্রেরিত ২৪:১৫
রোমীয় ১৪:১০ ২য় করিন্থীয় ৫:১০ ২য় তীমথিয় ৪:১
১ম পিতর ৪:১৭ প্রকাশিত ২০:১২

১২। একটি মাত্র উপহার বা পুরষ্কার তা হল অনন্ত জীবন, যা দেওয়া হবে বিশ্বাসীদের পুরস্কার হিসাবে। মৃত অথবা জীবিত বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের আগমন কালে এই পরিপূর্ণতা পাবে।

যিশাইয় ৪০:১০-১১ দনিয়েল ১২:২ মথি ৮:১১
মথি ১৬:২৭ মথি ২৪:৩১ লূক ১৩:২৮
যোহন ৫:২৯ যোহন ৬:৪০ ১ম করিন্থীয় ১৫:২৩
২য় করিন্থীয় ৫:১০ ২য় তীমথিয় ৪:৮ ১ম থিষলনীকীয় ৪:১৬
প্রকাশিত ২২:১২

১৩। কেবল মাত্র অবিশ্বাসীদের জন্য অনন্তমৃত্যু, যে মৃত্যু হবে রোদন ও দন্তঘর্ষন সহকারে। খ্রীষ্টের আগমনের মধ্যেদিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত বা বিচারের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হবে।

১ম শমূয়েল ২:৯ যিহিস্কেল ১৮:৪ মথি ৭:২১-২৩
মথি ৮:১২ মথি ১৩:৪১ মথি ২৫:৪৬
লূক ১৩:২৮ যোহন ৫:২৯ প্রেরিত ২৪:১৫
২য় করিন্থীয় ৫:১০ ২য় থিষলনীকীয় ১:৮-৯

১৪। কেবল একটি মাত্র ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় আশ্বাস বা নিশ্চয়তা আছে। যারা ইহা গ্রহন করবে ও স্বীকার করবে তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করবে ১০০০ (এক হাজার বছরে শান্তির পৃথিবী)।

গীত ৭২ দানিয়েল ২:৪৪ দানিয়েল ৭:২৭
সখরিয় ৯:১০ লূক ১:৩০-৩৩ প্রকাশিত ৫:১০
প্রকাশিত ২০:৬

১৫। কেবল একটি মাত্র প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা – তা হল কেবল যীশু দৃশ্যত এবং শারীরিক ভাবে ফিরে আসবেন তার আক্ষরিক সিংহাসনে। তার সিংহাসন হবে দায়ূদের সিংহাসনে যা প্রতিষ্ঠিত হবে যীরূশালেমে।

২য় শমূয়েল ৭:১২-১৬ গীত ৮৯:১৯-৩৭ যিশাইয় ৯:৬-৭
যিশাইয় ৩৩:১৭ যিহিস্কেল ২১:২৬ দানিয়েল ৭:২৭
সফনিয় ২:১১ সখরিয় ১২:১০ মথি ১৬:২৮
মথি ২৫:৩১-৩২ মার্ক ১৩:২৬ মার্ক ১৪:৬২
লূক ১৩:৩৫ লূক ২১:২৭ প্রেরিত ১:১১
প্রকাশিত ১:৭ প্রকাশিত ২:২৭

বাস্তবে মধ্যবর্তী কাল অবধি দায়ুদের সিংহাসন বর্তমানে বিদ্যমান নেই।

গীত ৮৯:৩৯-৪৪ যিহিস্কেল ২১:২৬-২৭ আমোষ ৯:১১
প্রেরিত ১:৬ প্রেরিত ১৫:১৫-১৬ প্রেরিত ১৭:৩১
রোমীয় ১৫:১২ প্রকাশিত ১১:১৫ প্রকাশিত ১৫:৪

১৬। কেবল একটি রাজাদেশ /হুকুম হল যীশু খ্রীষ্টের রাজত্বের কালে যিরূশালেম হবে পৃথিবীর রাজধানী।

গীত ৪৮:২ যিশাইয় ২:১-৪ যিশাইয় ২৪:২৩
যিশাইয় ৩৩:২০ যিশাইয় ৬০:১৪ যিরমিয় ৩:১৭
যোয়েল ৩:১৬ মিখা ৪:২-৮ সখরিয় ১:১৭
সখরিয় ৮:২২ সখরিয় ১৪:১৬ মথি ৫:৩৪-৩৫
লূক ১৯:৪২

১৭। সেই দিন দৃশ্যত ঈশ্বরীয় একটি মহৎ চিহ্ন দেখা যাবে, যেদিন ছড়নো – ছিটানো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বসবাসরত যিহুদীরা (ইস্রায়েলীয়দের) আবার সমস্ত দেশ থেকে তারা তাদের ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে ফিরে আসবে। আর তা এখন এই কালে বা এই দিনে প্রভূ যীশুর আগমনের জন্য যিরূশালেমে সমবেত হচ্ছে।

যিশাইয় ১১:১১-১২ যিরমিয় ৩২:৩৭ যিরমিয় ৩১:১০-২৮
যিহিস্কেল ১১:১৭ যিহিস্কেল ৩৬:২৪ যিহিস্কেল ৩৭:৩-১৪
মথি ২৩:৩৯ রোমীয় ১১:১২, ১৫, ২৬

১৮। প্রভূ যীশুর এবং প্রেরিতদের দেওয়া একটি মাত্র আদেশ তা হল বিশ্বাস, মনের অনুতপ্ততা এবং বাপ্তিস্ম (পূর্ন জল দ্বারা ধৌত বা জলের মধ্যে ডুবে হওয়া) যীশু খ্রীষ্টের নামে ইহাই পরিত্রানের জন্য একমাত্র প্রয়োজন।

মথি ২৮:১৯ মার্ক ১৬:১৬ যোহন ৩:২৩
প্রেরিত ২:৩৮ প্রেরিত ১০:৪৭ প্রেরিত ১৬:৩১-৩২
প্রেরিত ২২:১৬ রোমীয় ৬:৩-৪ গালাতীয় ৩:২৭-২৯
কলসীয় ২:১২ ইফিষীয় ৪:৫ ১ম পিতর ৩:২১

১৯। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয় করণীয় কাজটি হলো পবিত্রতা, সঠিক জীবন যাপনে এবং প্রতিদিনের জীবন পরিচালনার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রথমে স্থান দেওয়া।

সখরিয় ১৪:২০ রোমীয় ৬:১৯ ২য় করিন্থীয় ৭:১
ফিলিপীয় ৪:৮ কলসীয় ৩:৮ ১ম থিষলনীকীয় ৩:১৩
১ম থিষলনীকীয় ৪:৭ ১ম তীমথিয় ২:১৫ তীত ২:১২

২০। কেবল একটি মাত্র নিশ্চয়তা হলো পরিত্রান/মুক্তি লাভ করা যায় না যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যম ছাড়া বা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে না আসিলে কেহ ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রান পাইতে পারে না।

মথি ১:২১ প্রেরিত ৪:১২ যোহন ১১:২৫
যোহন ১৫:৪

প্রকৃত খ্রীষ্টানদের চিহ্ন
যে কেহ প্রতিদিন সে তার জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গুলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন। এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাই।

গালাতীয় ৫:২২-২৩

পুরাতন পথই সত্য/সঠিক পথ
তোমরা পথের চৌ মাথায় দাড়িয়ে তাকিয়ে দেখ পুরানো পথের কথা জিজ্ঞাস কর ভাল পথ কোথায় তা জিজ্ঞাস করে সেই পথে চল, তাতে তোমরা নিজের নিজের অন্তরে বিশ্বাস পাবে। আজকে আমাদের জন্য সর্ব বৃহৎ। যিরমিয় ৬:১৬

চিহ্ন, যে প্রভূর আগমন খুব সন্নিকট, বিশ্ব সংকট দেখে ইহাই প্রকাশ করে যে অদ্বিতীয় আর কিছুই না যে সময়ে কোন বিখ্যাত ঘটনা ঘটবে। বিশ্ব ভীতি, অসুর তুল্য প্রকান্ড যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সবচেয়ে ব্যতিক্রম এবং একমাত্র অদ্বিতীয় প্রমান হল কমপক্ষে ১০০ দেশ হতে ইস্রায়েল জাতির লোকেরা তাদের নিজের ঈশ্বর দত্ত প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে ফিরে আসছে। কেবল যাহা মাত্র বাইবেল প্রকাশ করে এবং এখন জ্বলন্ত চিহ্ন হল সকলের জন্য, তা হল ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যিরূশালেমের দিকে রওনা হচ্ছে। জর্ডানের পাশ্চিম দিকে, গাজা ভূখন্ডের দিকে এবং গোলাম মালভূমির দিকে। খ্রীষ্টের আগমনের চুড়ান্ত বা চরম সীমা খুবই নিকটবর্তী। ঈশ্বর তার মহান নাম ইস্রায়েল জাতির মধ্যে দিয়ে পবিত্র, পাপমুক্ত বা স্তব্ধ করবেন। সমস্ত জাতির সম্মুখে।

(যিহিস্কেল ৩৯:২৭)

আরো অধিক ও বিস্তারিত ঘরে বসে বাইবেল ও ঈশ্বর নিঃশ্বাশিত বাক্যের মূল শিক্ষা জানার ও নিজেকে ঈশ্বরীয় পথে পরিচালনার জন্য পথ নির্দেশিকা চেয়ে লিখুন –

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস
৩বি ৩২১ যোধপুর পার্ক
কলকাতা ৭০০০৬৮